পাঠ ১০

ধর্মশিক্ষাদানের সহায়ক উপকরণসমূহ

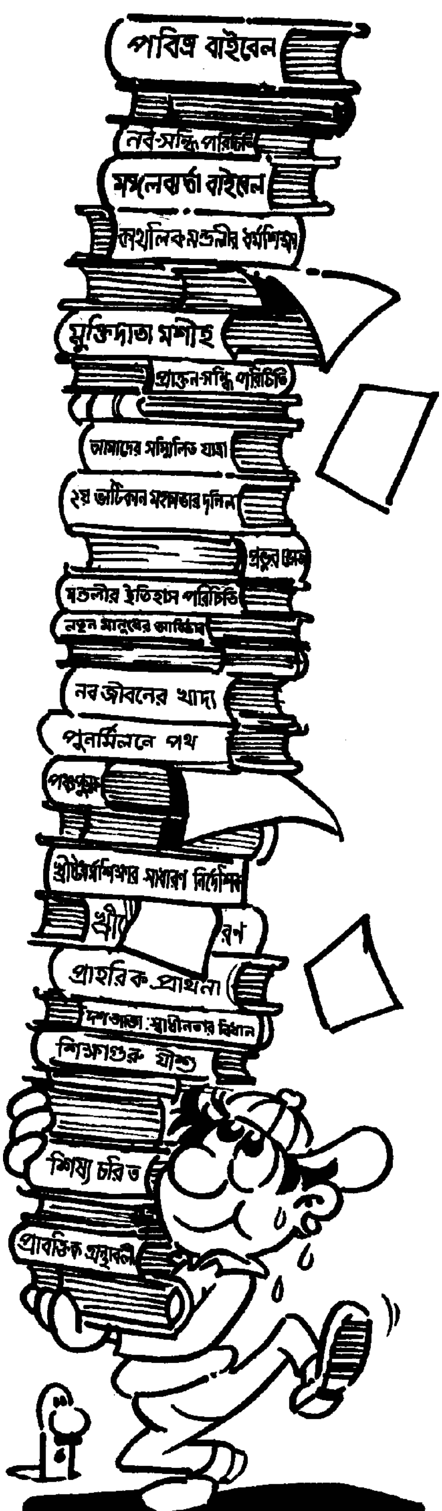

ধর্মশিক্ষামূলক সহায়ক উপকরণগুলো, যেগুলো যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয়ে সত্যের ঐশ প্রত্যাদেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং যাদের ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের বিশেষ বিশেষ চাহিদার সঙ্গে মানানসই, এগুলো দক্ষ কাটেখিষ্টের হাতে অত্যন্ত সার্থক প্রমাণিত হতে পারে। এ সকল উপকরণ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোসহ প্রকৃত ধর্মতত্ত্বের প্রতি বিশ্বস্ততাকেই নির্দেশ করবে।

ধর্মশিক্ষামূলক কোন উপাদান, সম্পদ বা উপকরণ–এগুলো যতই শ্রেষ্ঠমানের হোক–কাটেখিষ্টের স্থান দখল করতে পারে না। তবে **খ্রীষ্টভক্ত ও দক্ষ কাটেখিষ্টের হাতে নির্ভরযোগ্য ধর্মশিক্ষা বিষয়ক সম্পদগুলো সুসমাচার ঘোষণা ও ধর্মবিশ্বাসে বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।**

ধর্মশিক্ষামূলক সহায়ক উপকরণগুলো সংখ্যায় অনেক এবং বিচিত্র ঃ পবিত্র শাস্ত্র, মণ্ডলীর ঘোষিত দলিলসমূহ ও ধর্মশিক্ষা গ্রন্থমালা, ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণ, বহুমাধ্যমবিশিষ্ট সহায়ক উপকরণ এবং টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ। এই পাঠে এ সকল উপকরণের উন্নয়ন, প্রণয়ন, নির্বাচন, মূল্যায়ন ও ব্যবহারের নিয়মাবলী, নির্দেশাবলী ও মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১। সাধারণ সহায়ক উপকরণসমূহ

প্রচারকার্য ও ধর্মশিক্ষাদানের সর্বপ্রধান উৎস হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্র। তাই ধর্মশিক্ষা বাইবেলের বিভিন্ন অংশের ঘন ঘন, সরাসরি ব্যবহার ঘটাবে এবং মঙ্গলসমাচার এমনভাবে উপস্থাপন করবে যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাতকে অনুপ্রাণিত করে।

'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' গ্রন্থ হচ্ছে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবন্ত ঐতিহ্যের অধিকারসুলভ সমসাময়িক প্রকাশ এবং আজকের জগতে খ্রীষ্টবিশ্বাস-ভাণ্ডারের পুনর্বার উপস্থাপন। সকল প্রকার ধর্মশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এই প্রাথমিক সম্পদটি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও জীবনে শিক্ষা ও গঠনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পরিচালনা যোগায়। 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' গ্রন্থের অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে, স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা গ্রন্থ প্রস্তুতিতে বিশপ ও

খ্রীষ্টভক্তগণকে সহায়তা যোগানো। স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা গ্রন্থ অমূল্যস্বরূপ কেননা এগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি বিবেচনায় আনে, যখন একই সময় এগুলো বিশ্বাসের ঐক্য ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব সংরক্ষণ করে।

২। ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকসমূহ এবং অন্যান্য শিক্ষাধর্মী উপাদানসমূহ

ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীদের জন্য ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকগুলো সাধারণত একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজেরই অংশবিশেষ, যা কিছু শ্রেণী বা বিভিন্ন বয়সীদের কথা মাথায় রেখে প্রণীত। বয়স্কদের জন্য উপকরণাদি অনেক সময় দীক্ষাকালীন ধর্মশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য, ধর্মপল্লী নবায়নের জন্য এবং ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সমাজের জন্য বয়স্কদের ধর্মশিক্ষা গ্রন্থ বা সহায়ক উপকরণে রূপ নেয়। কাটেখিষ্ট ও শিক্ষক সহায়িকা একটি নির্ভরযোগ্য ধর্মশিক্ষামূলক পাঠ্যপুস্তক সিরিজের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণগুলোর মধ্যে হচ্ছে, পিতামাতার জন্য শিক্ষা উপাদান, দীক্ষাকালীন ধর্মশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য সহায়ক উপকরণসমূহ এবং অতিরিক্ত সংস্কার বিষয়ক উপকরণাদি, যেগুলো পাঠক্রম সম্বন্ধীয় জ্ঞানে বৃদ্ধি ঘটায়। সম্পূরক উপকরণগুলো মূল পাঠ্যপুস্তক সিরিজের সঙ্গে সমন্বিত হতে হবে, আর তা হতে হবে 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' গ্রন্থের সঙ্গে যতটা সম্ভব সঙ্গতি রেখে। এ সকল উপকরণ হবে, শৈল্পিক দিকে দিয়ে বোধগম্য কলাকৌশলগত দিক থেকে আধুনিক, ঐশতাত্ত্বিক দিক দিয়ে খাঁটি, সার্বজনীনতার দিক থেকে নির্ভুল, আর পদ্ধতিগত দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য।

৩। যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ধর্মশিক্ষা

প্রচারকার্যে ও ধর্মশিক্ষাদানে গণমাধ্যমের ব্যবহার আজকে গুরুত্বপূর্ণ। তবে সমসাময়িক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো কেবল তথ্যই জ্ঞাপন করে না, পাশাপাশি এগুলো ব্যক্তিবর্গ ও সমাজের জন্য দৃষ্টিলব্ধ, শ্রবণযোগ্য, আবেগপ্রবণ, আর কিছু কিছু ঘটনায়, বাস্তব অভিজ্ঞতাকেও সূচিত করে। যারা তাঁর অন্বেষণ করে তাদের পরিস্থিতিতে ও সংস্কৃতিতে যেন যীশু খ্রীষ্টের বার্তাকে সুন্দর ও সার্থকভাবে প্রচার করা যায়, সেজন্য সুপরিকল্পিত ধর্মশিক্ষা অবশ্যই এ সকল মাধ্যমকে কাজে লাগাবে।

গণমাধ্যম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন ছাপা, দৃষ্টি ও শ্রবণ সহায়ক এবং ইলেকট্রনিক উপকরণসমূহ। ভিন্ন ভিন্ন গণমাধ্যমের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বাস্তব ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উপায়সমূহ,

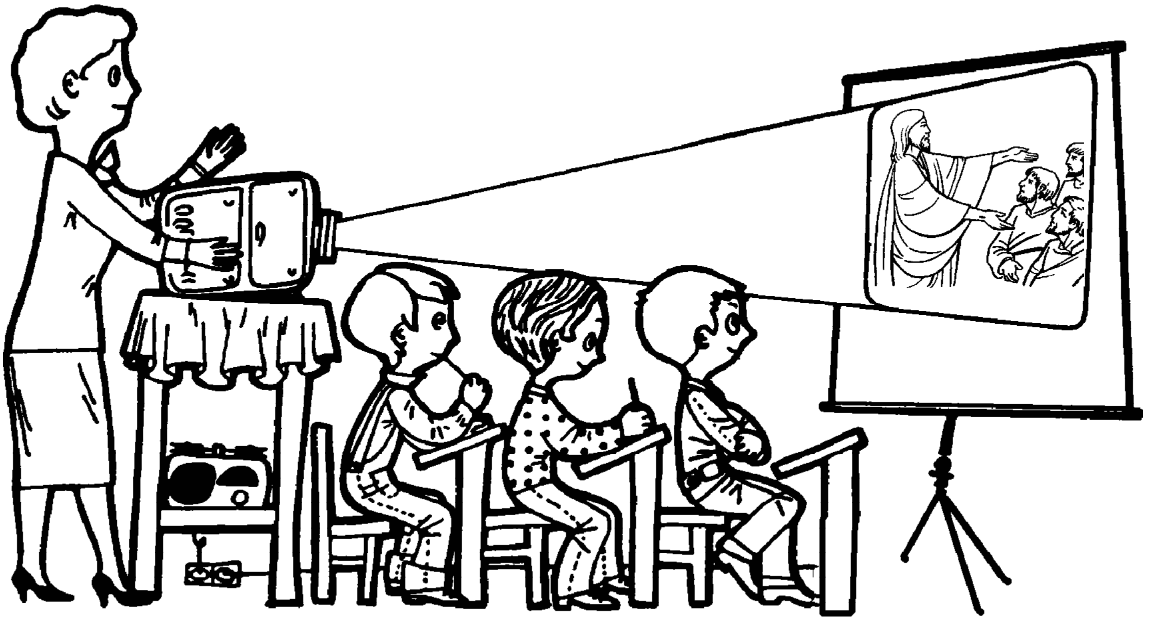

পরিবেশিত প্রধান ও অপ্রধান বার্তা চিহ্নিত করার উপায়সমূহ এবং উপকরণাদির ব্যবহারে দক্ষ হয়ে ওঠার সুবিধাগুলোসহ গণমাধ্যম ব্যবহারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ কাটেখিষ্টদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ।

একটি ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশীয় পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে গণমাধ্যমের বার্তাকে মঙ্গলসমাচারের আলোকে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হয়, সে সংক্রান্ত শিক্ষা। প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশে বিজ্ঞাপনদাতাগণের ব্যবহৃত কলাকৌশলগুলো সম্পর্কে জ্ঞান বা সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক যেন পরিবেশিত ছবি এবং এ ছবিকেই নির্দেশকারী বাস্তবতা বা বিকৃত বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। দর্শকগণকে অবশ্যই বাণিজ্যিক টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মুনাফার অভিসন্ধিগুলো বুঝতে হবে।

৪। ধর্মশিক্ষামূলক উপকরণসমূহের প্রস্তুতি ও মূল্যায়ন

খ্রীষ্টধর্মশিক্ষার সাধারণ নির্দেশনা (GDC) গ্রন্থে নির্দেশিত মানদণ্ড ও নির্দেশাবলী অনুসারেই সকল ধর্মশিক্ষামূলক পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উপকরণগুলো প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্মশিক্ষার সাধারণ নির্দেশনা গ্রন্থ দু'টি সাধারণ দিকনির্দেশাবলী হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে, লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণ 'ধর্মতত্ত্বীয় দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য ধর্মশিক্ষা বিষয়ক উপকরণাদির জন্য দিকনির্দেশনাবলীতে' ধর্মশিক্ষা বিষয়ক সহায়ক উপকরণসমূহের প্রস্তুতির জন্য দিকনির্দেশনাবলীর প্রতি অনুগত থাকবেন। ধর্মশিক্ষা বিষয়ক উপকরণাদি প্রণয়নকে পরিচালনা যোগানোর মৌলিক মানদণ্ড মৌলিকতা ও সম্পূর্ণতার নীতিমালা থেকেই এসেছে।

ধর্মশিক্ষামুলক উপকরণাদির প্রস্তুতি আরও হতে হবে ধর্মীয় শিক্ষাপদ্ধতির বলিষ্ঠ নীতিমালার উপর ভিত্তি ক'রে এবং এ সকল উপকরণ ব্যবহারকারীদের সাংস্কৃতিক, গোষ্ঠীগত ও জাতিগত বিভিন্নতাকে প্রাধান্য দেবে।

একটি বিশেষ ধর্মপ্রদেশে কোন্ কোন্ ধর্মশিক্ষামূলক উপকরণগুলো ব্যবহারযোগ্য সে ব্যাপারে স্থানীয় বিশপগণই সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ধর্মশিক্ষা বিষয়ক উপকরণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালু করবেন, পরিবেশিত ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ–দু-ই যাচাই করে দেখবেন, আর ভিত্তিগত দলিলসমূহ, বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সমাজ, আর মোটের উপর ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনার ভাবনাকে প্রাধান্য দেবেন। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় বিধানে বিশপ তাঁর ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষা বিষয়ক সহ-কর্মীকে আহ্বান জানাতে পারেন এবং একটি ধর্মশিক্ষামূলক উপকরণ নির্বাচন ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সদস্যা হিসেবে কাজ করার জন্য পালকগণ, অধ্যক্ষবৃন্দ, ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষা পরিচালকগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, কাটেখিষ্টবৃন্দ ও অভিভাবকদের নিয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

উপসংহার

ধর্মশিক্ষায় নবায়ন যারা খ্রীষ্টের অন্বেষণ করে তাদেরকে তাঁকে আরও গভীরভাবে জানার এবং একটি ক্রমবর্ধমান জাগতিকতাপূর্ণ পৃথিবীতে তাঁর পক্ষে জোরালো সাক্ষ্য বহনের দিকে চালিত করবে। আর এটা একমাত্র তখনই এই লক্ষ্যে উপনীত হবে যখন এটা পবিত্র আত্মা দ্বারা নবায়িত পবিত্র আত্মায় একটি নবায়ন।

কুমারী মারীয়া, যিনি প্রথম শিষ্যদের বিশ্বাসকে বলীয়ান করে তুলেছিলেন, তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পবিত্র আত্মার অভিবর্ষণ সম্ভব করে তুলুন, ঠিক যেমনটি তিনি একদা আদি মণ্ডলীর জন্য করেছিলেন। এই অনুগ্রহ আমাদের নবায়িত করবে আর নব বাণীপ্রচারে আমাদের শক্তি যোগাবে এবং এ যুগে আমাদের করে তুলবে খ্রীষ্টের সাক্ষী।

উপাসনা

উপাসনা মানে কি ?

উপাসনা হল প্রার্থনা, ধ্যান-সাধনা, যজ্ঞ, আরতি, আরাধনা ও পূজা নিবেদন। এ ছাড়া সর্বোপরি পবিত্রীকরণ।

উপাসনা শব্দটির ব্যাখ্যা ঃ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে এ শব্দটির উৎপত্তি। তাই শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে এরূপ হয়, উপ+আসন (+[আ] স্ত্রী লিঙ্গার্থে)। 'উপ' একটি উপসর্গ। অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে এর অর্থ হতে পারে ঃ সামীপ্য, সান্নিধ্য, নৈকট্য, সাদৃশ্য, আনুকূল্য, আরম্ভ, আসন্নতা, হীনতা, তিরস্কার, সামর্থ ইত্যাদি। যেমন উপস্থিত, উপনদী, উপহাস, উপভোগ, উপবন, উপকথা, উপসাগর প্রভৃতি। তবে "উপাসনা" শব্দটির ক্ষেত্রে 'উপ' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে সামীপ্য, নৈকট্য, সান্নিধ্য অর্থে। সুতরাং উপাসনা বলতে বুঝায়, নিকটে আসন গ্রহণ বা বসা। এ হচ্ছে, শব্দটির আক্ষরিক অর্থ, যার সঙ্গে উপাসনার ঐশতাত্ত্বিক অর্থের সংযোগ অস্পষ্ট থেকে যায় যদি আমরা এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি বুঝতে চেষ্টা না করি।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য ঃ আমাদের উপমহাদেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী গুরুর নিকট বসেই শিষ্যেরা আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করত। গুরুর সন্নিকটে থেকেই তারা গুরুর সঙ্গে ধ্যান-ধারণা, পূজা-আরাধনা, প্রার্থনা-অর্চনাদি নিবেদন করত। এরূপ ব্যবহারিক অর্থ থেকেই উপাসনা শব্দটি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দে পরিণত হয়েছে যার মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রজ্ঞা, আরাধনা, অর্চনা, আরতি, যজ্ঞ নিবেদন, প্রার্থনা, বন্দনা ইত্যাদি। এ হচ্ছে, উপাসনার সাধারণ ও সার্বজনীন তাৎপর্য। তা হলে এ শব্দটি আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য আমাদের কাছে ঐতিহাসিক ভাবে এসেছে। যেমন – 'হাইজ্যাক' শব্দ যখন আমরা শুনি তখন এ শব্দটির আক্ষরিক দিক আমাদের চিন্তায় আসে না। প্রথমত, এ শব্দটি আমরা বুঝতামই না। পরে আস্তে আস্তে যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল তখন আমরা সকলেই বুঝতে পারলাম যে, "হাইজ্যাক" শব্দটির সাথে জড়িত রয়েছে– চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, অত্যাচার, নিপীড়ন, ছিনতাই আরো অনেক কিছু। উপাসনা শব্দটির মধ্যেও একটি তাৎপর্য নিহিত আছে।

উপাসনা শব্দটি ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে।

ল্যাটিন (Liturgia) গ্রীক (Leitourgia) ইংরেজী (Liturgy)

গ্রীক Leitourgia শব্দটির মধ্যে দু'টি অর্থ লুকিয়ে আছে। তবে শব্দের মধ্যে নয়, শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে। যেমন Leitos = জনগণের, Ergon = কার্য, তা হলে Leitourgia শব্দের ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়ালো "জনগণের কাজ"। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে, গ্রীক দেশের সমাজ সভ্যতায় এ শব্দটি ব্যবহার করত। বিনা পারিশ্রমিকে সবার কল্যাণে সকলে মিলে কাজ করা অর্থে গ্রীকরা এ শব্দটি ব্যবহার করত। আর এখানে আমরা দেখি গ্রীকদের "সামাজিক ঐক্য"অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে যে কোন সমস্যা বা কাজে বা দেশের বৃহত্তম স্বার্থে নিজেরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। এজন্য তারা ছিল খুবই শক্তিশালী জাতি। আর একমাত্র এই কারণেই মহান আলেকজাণ্ডার সমস্ত দেশ জয় করে "খাইবার গিরি" পথ দিয়ে তার সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে পদব্রজে ভারতকে আক্রমণ করতে আসে। তারা ভারতের তক্ষশীলায় এসে তাদের আস্তানা গড়ে তোলে। বর্তমানে

জায়গাটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। তারা এভাবে বিভিন্ন দেশ ও স্থান জয় করতে পেরেছিল একমাত্র একটি কারণে, সেটি হল, তারা সার্বিক ভাবে কাজ করত এবং তাদের মধ্যে একটি ঐক্যশক্তি বজায় ছিল।

সেজন্য প্যালেস্টাইন দেশ থেকে খ্রীষ্টভক্তেরা যখন গ্রীস দেশে আসল তখন তারা দেখল, গ্রীকরা সামাজিক দিক দিয়ে যা করত, তা ধর্মীয় কাজের সাথে গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন সবার কল্যাণ করা, সবাই মিলে বিনা পারিশ্রমিকে উপাসনায় তারা সকলে মিলে একটা কাজ করত। আর তখন তারা রুটি ও দ্রাক্ষারস বাড়ী থেকে নিয়ে আসত। তারা 'আমি' বা 'আমাকে' শব্দগুলো কোন উপাসনার প্রার্থনায় ব্যবহার করত না। সবার কল্যাণে 'আমাদের' শব্দ ব্যবহার করত। কারণ একার কল্যাণ অ-খ্রীষ্টীয়। খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা হল, সবার কল্যাণ আর তা সার্বিক। আদি মণ্ডলীতেও ভক্তেরা রুটি ও দ্রাক্ষারস বাড়ী থেকে উপাসনায় নিয়ে আসত এবং উপাসনায় যা প্রয়োজন, তা ব্যবহারের পর উপরি অংশ গরীবদের ভাগ করে দিত। পরে খ্রীষ্টভক্তরা তাদের ঐ Leitourgia শব্দটি উপাসনায় ব্যবহার করতে শুরু করে।

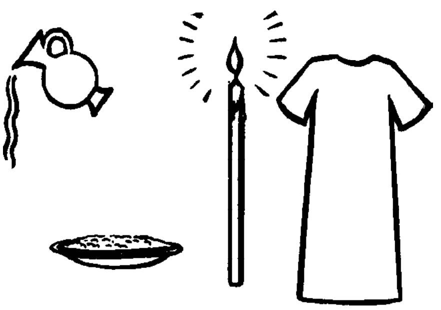

উপাসনার সংজ্ঞা

ফলপ্রসূ চিহ্নের মাধ্যমে মণ্ডলী কর্তৃক ঈশ্বরকে পূজা নিবেদনের এবং ঈশ্বর কর্তৃক মণ্ডলী পবিত্রীকরণ বা ফলপ্রসূ চিহ্নের মাধ্যমে, প্রভু খ্রীষ্টের নামে পবিত্র আত্মার সংযোগে, মণ্ডলী কর্তৃক পিতা ঈশ্বরের নিকট পূজা নিবেদন এবং একই সঙ্গে, খ্রীষ্টের নামে পবিত্র আত্মার সংযোগে, পিতা ঈশ্বর কর্তৃক খ্রীষ্টমণ্ডলীকে পবিত্রীকরণই হল "উপাসনা"।

(ক) অর্থাৎ উপাসনার মধ্যে পরস্পর সম্পূরক দু'টি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, যথা – ঈশ্বরকে পূজা করা এবং মণ্ডলীকে পবিত্র করা হয়। এই পূজা নিবেদন ও পবিত্রীকরণ যুগপৎ বা সমকালীন ঘটনা; একটি আগে বা একটি পরে ঘটে না বরং একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়। সুতরাং পূজা নিবেদন ও পবিত্রীকরণ উপাসনার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া নয়। বরং একই সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর এবং "প্রকৃত উপাসকগণ আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে" (যোহন ৪:২৩)। সাধু পল করিন্থীয়দের এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেন যখন তিনি বলেন, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরব হোক"। যীশু খ্রীষ্ট নিজেও পিতা ঈশ্বরকে আহ্বান করে প্রার্থনা ও প্রশংসা নিবেদন করেছেন। (মথি ৬:৯; ১১, ২৫; লুক ২২:২৪ পদ)।

(খ) প্রতিটি উপাসনা অনুষ্ঠানে পিতা ঈশ্বর যেমন মণ্ডলী কর্তৃক পূজিত হন তেমনি তিনি পূত-পবিত্র করে তোলেন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে। এর থেকে বোঝা যায় যে, উপাসনা কারো নিতান্ত একার জিনিষ নয় বরং পূজারী-

(১) ঈশ্বর পূজা নিবেদন ফলপ্রসূ চিহ্ন খ্রীষ্ট পবিত্রাত্মা পবিত্রীকরণ (২) মণ্ডলী	ফলপ্রসূ = অর্থাৎ ফলদায়ী, যে চিহ্নের মাধ্যমে ফল লাভ হয়। এখানে দুটো ক্রিয়া ঃ (ক) পূজা নিবেদন ও (খ) পবিত্রীকরণ। চিহ্নের মাধ্যমে দুটো ক্রিয়া হয়। আর তা ফলপ্রসূ। খ্রীষ্টভক্তমণ্ডলী অর্থাৎ ভক্তজনগণ পূজা নিবেদন করে ও ঈশ্বর তা পবিত্র করেন।

ভক্তদের সম্মিলিত অনুষ্ঠান, যেখানে সবাই মিলে খ্রীষ্টের নামে একত্রিত হয়ে পিতা ঈশ্বরকে তার অপার প্রেম ও করুণাপূর্ণ মুক্তিদায়ী কার্যাবলী স্মরণে কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও ভালবাসা নিবেদন করে। সুতরাং পূজা নিবেদন করা হয় পিতা ঈশ্বরকে কারণ তিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার সংযোগে তিনি আমাদের পবিত্র করে তোলেন। এই পূজা আমরা করি খ্রীষ্টের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মার সংযোগে। খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে সমস্ত কল্যাণ, পরিত্রাণ ও পবিত্রতা সব খ্রীষ্টীয় হয়ে গেছে। জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে, চেতন বা অবচেতন, যে কোন ভাবেই তা খ্রীষ্টের থেকে আসে। সেজন্য সবদিক থেকে ভাল জিনিস খুঁজে নিতে হবে।

চিহ্ন কেন প্রয়োজন ?

মানুষ চিহ্ন ছাড়া কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। যেহেতু মানুষের দেহ আছে, শরীর আছে,

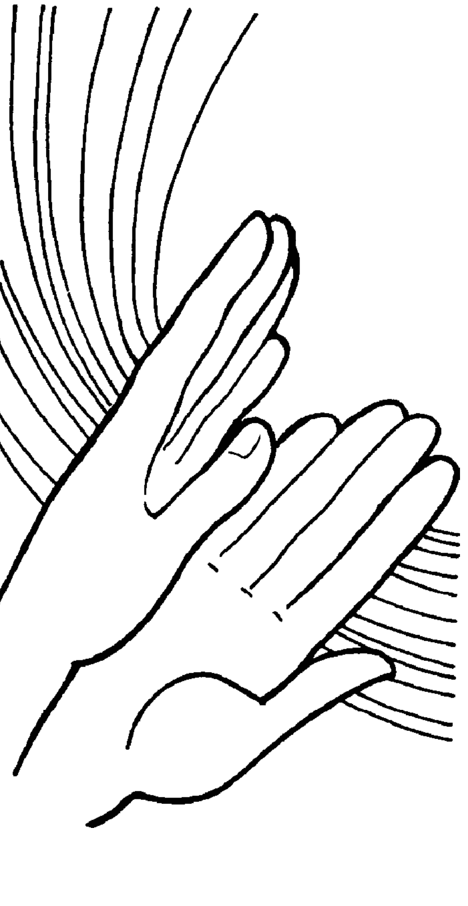

তাই আমাদের যোগাযোগের জন্য চিহ্নের প্রয়োজন। ঈশ্বরের কোন চিহ্নের প্রয়োজন নেই তবে আমাদের চিহ্নের প্রয়োজন। চিহ্ন যদিও উপাসনার কেন্দ্রীয় বস্তু নয় তথাপি চিহ্ন ব্যতীত উপাসনা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি উপাসনায় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ চিহ্নের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আত্মায় যোগাযোগের জন্য চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ যেহেতু দৈহিক আত্মা (শুধু আত্মা নয়) সে জন্য প্রতিটি যোগাযোগের জন্য তার চিহ্নের প্রয়োজন। চিহ্নের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রতি পূজাদি নিবেদন করতে পারি। উপাসনার মধ্যে যে সমস্ত চিহ্নাবলী ব্যবহৃত হয়, তা চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) ব্যক্তি (২) কথা বা বচন (৩) অঙ্গ-ভঙ্গি (৪) জিনিষপত্র (যেমন, দীক্ষাস্নানে জল/ জল ঢালা/ তৈল/ মাথায় হাত রাখা ও মন্ত্রগুলোই হল উপাসনার চিহ্ন)।

১। ব্যক্তি ঃ মানুষ নিজেই ঐশ উপস্থিতির এবং পরিত্রাণ কাজের চিহ্ন হতে পারে। এভাবে উপাসনার জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীই উপাসনার জন্য একটি চিহ্ন। তদ্রূপ যাজক, পাঠক, সেবক, গায়ক, বাদক, উপাসক মণ্ডলী।

২। কথা বা বচন ঃ উপাসনায় ঈশ্বরের প্রতি মানুষ তার মনের ভাব ব্যক্ত করে। মুখের কথা দিয়ে সে তার ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ঈশ্বরকে জানায়। তাই প্রার্থনা, গান, পাঠ, উপদেশ, আবৃত্তি, অনুধ্যান, সার্বজনীন প্রার্থনা –এ সবই হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশে চিহ্ন। এগুলো হল, খুবই শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন এবং কথা বা বচন হল, উপাসনার একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩। দ্রব্যাদি বা জিনিসপত্র ঃ সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর মানুষকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং সেই অস্তিত্বকে শোভিত করেছেন ফুল-ফল সৌরভ, জল-স্থল, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রে। তাঁর এ অপরিসীম ও অযাচিত দানের প্রতিদান হয় না। তথাপি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা মানুষ প্রকাশ করতে চায় স্রষ্টাকে তাঁরই সৃষ্টির কিছুটা নিবেদন করে। তাই মানুষ বেদীতে নৈবেদ্য রাখে। ধূপারতি, পুষ্পারতিসহ, অর্ঘ সাজিয়ে নিবেদন করে যজ্ঞাবলী। নৈবেদ্য ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার জিনিস-পত্র উপাসনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন শান্তি জল বা পবিত্র জল, পবিত্র তেল, বাতি, ধূপ

ইত্যাদি। ধূপারতির জন্য ধুপচি, দীপারতির জন্য পঞ্চ প্রদীপ কিংবা চিত্র প্রদীপ, যজ্ঞরুটি ও দ্রাক্ষারস-এর কাঁসার থালা, বাটি বা গ্লাস, অভ্যর্থনার জন্য বরণমালা ও চন্দনাঙ্কন, নৈবেদ্য অর্ঘের জন্য পুষ্পাভরণ, পুষ্পাঞ্জলি, দীপাবলী ইত্যাদি।

৪। **অঙ্গভঙ্গি ঃ** অঙ্গ সঞ্চালন ও সংস্থাপন দ্বারা মানুষের বিশেষ বিশেষ মনোভাব প্রকাশ পায়। অন্তরের অনুভূতি যেমন কথা দিয়ে ব্যক্ত করা যায় তেমন শরীরের ভঙ্গী দিয়েও প্রকাশ করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে যা কথায় ব্যক্ত হচ্ছে, তা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় দেহের বা অঙ্গের ভঙ্গীতে। আশিষ বাণীর সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারণ কিংবা ক্রুশচিহ্ন অংকন দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর আশীর্বাদ পরিব্যক্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার কথার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গি না থাকলে কথাটি ফলপ্রসূ হয় না। দীক্ষাস্নানে বা বাপ্তিস্ম সংস্কারের আসল কথাগুলোর সাথে সাথে দীক্ষাপ্রার্থীকে জলে নিমজ্জিত করে উঠাতে হবে কিংবা মাথায় জল ঢালতে হবে। অঙ্গবিন্যাস বা অঙ্গভঙ্গী আবার দুই প্রকার; যথা – আসন ও মুদ্রা।

(ক) আসন ঃ যে পরিবেশে বসে প্রার্থনা করা হয়, তাকে বলে আসন। যথা – পদ্মাসন, বজ্রাসন, সুখাসন। প্রার্থনাসন (দাঁড়িয়ে)।

(খ) মুদ্রা ঃ যে অঙ্গ সঞ্চালন ও সংস্থাপনের মাধ্যমে বা চিহ্নের মাধ্যমে মানুষের বিশেষ বিশেষ মনোভাব প্রকাশ পায়, তাকে মুদ্রা বলে। বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা রয়েছে – চিন্মুদ্রা, চিন্ময় মুদ্রা, বরমুদ্রা, উদ্ভব মুদ্রা, মালা মুদ্রা, উপদেশ মুদ্রা, গ্রহণ মুদ্রা, প্রশংসা মুদ্রা, ভিক্ষা মুদ্রা, অভয় মুদ্রা, ভূমিস্পর্শ মুদ্রা। নিম্নে কতগুলি মুদ্রা বিশেষভাবে আলোচনা করা হল।

১- *চিন্মুদ্রা :* যখন হাতের পাঁচ আঙ্গুলের তর্জনী এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলের সাথে সংযোগ ঘটে তখন অন্য তিনটি (মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠ) বিচ্ছিন্ন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তা চিন্মুদ্রা বলে। চিৎ+মুদ্রা, এখানে চিৎ মানে চেতনা। চিৎ হচ্ছে, সমস্ত জীবনের ও চেতনার উৎস ঈশ্বর। তাই এটাকে ঈশ্বর মুদ্রাও বলে থাকে। এখানে বৃদ্ধ হল, ঈশ্বরের প্রতীক আর তর্জনী হলো নিজের প্রতীক। অন্য তিনটি (মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠ)এরা অমঙ্গলের প্রতীক। তাই, এই অকল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হই।

২-*চিন্ময় মুদ্রা :* ঈশ্বরের সাথে আমাদের জয়। অকল্যাণকে যখন জয় করতে পারি তখন তা হয় চিন্ময়মুদ্রা। এটা হলো জিতেন্দ্রীয় মুদ্রা। এগুলো যে কোনভাবে ব্যবহার ও উপস্থাপন করতে পারি। ধ্যানের মধ্যে ও কমুনিয়নের পরে এই আসন করা ভাল।

৩। বরমুদ্রা : এই মুদ্রাটি আশীর্বাদসূচক। এই আশীর্বাদের মাধ্যমে বিশেষ দান দেয়া হয়। বর বা আশীর্বাদ কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয়। হাতের তালুর চিহ্ন হলো, দেবার চিহ্ন। যে বর আমার আছে, তাই আমি তোমায় দিচ্ছি। বরমুদ্রা সাধারণত গুরুজনেরা, যেমন পুরোহিতগণ, দিয়ে থাকেন।

৪। উদ্ভব মুদ্রা : উদ্ভব একটি আশীর্বাদসূচক মুদ্রা। ইহা ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য ব্যবহার করা হয়। উদ্ভব মানে উদয় বা জাত। কোন একটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যেন পবিত্রতার উদ্ভব হয়। এই মুদ্রা খ্রীষ্টীয় উপাসনায় আছে।

৫। উপদেশ মুদ্রা : যিনি উপদেশ দেন তিনি এটা ব্যবহার করেন। বুদ্ধদেবের মূর্তিতে এই মুদ্রা দেখা যায়। এখানে বাম হাত হল গ্রহণের। অর্থাৎ আমি যা গ্রহণ করেছি, সেই বাণী তোমাদেরকে দিচ্ছি। ফা: আমলার পাভাদাস তার উপদেশে সব সময় এই চিহ্ন ব্যবহার করতেন।

৬। প্রশংসা মুদ্রা : এই মুদ্রাটি খুবই খ্রীষ্টীয়। কারণ সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা আমাদের সর্বদাই উচিত। এখানে হাত তুলে প্রশংসা করা হয়। হাতের আঙ্গুলগুলো উপরে থাকবে ও হাত দু'টো পরস্পর মুখোমুখি থাকবে। কারণ খ্রীষ্ট ধর্ম হলো প্রশংসার ধর্ম। ২য় ভাটিকান মহাসভার পূর্বে কিছু ছোট-খাটো নিয়মাবলী মণ্ডলী পালন করত। তখন প্রশংসা মুদ্রা ছিল দু'হাত বুকের কাছে এবং পরস্পরমুখী – যেন বুকের উপরে না ওঠে।

৭। গ্রহণ মুদ্রা : এই মুদ্রার সাহায্যে বাণী গ্রহণ করা বুঝায়। বাম হাতের উপর ডান

হাত চিৎ করে স্থাপিত হয়। সাধারণত নাভির কাছে কিংবা কোলের উপর হাত দুটো রাখতে হবে। আবার হাত দুটো বিচ্ছিন্ন ভাবেও রাখা যায়, তবে রাখলে, তা নীচে রাখতে হবে নতুবা উপরে তুললে, তা ভিক্ষা মুদ্র হয়ে যায়। গ্রহণ মুদ্রা খুবই খ্রীষ্টীয়। যেমন, প্রভু তুমি যা দাও, আমি তাই গ্রহণ করি। এখানে নম্রতা ও আত্মদানের খ্রীষ্টীয় ভাব ফুটে ওঠে।

৮। ভিক্ষা মুদ্রা : ভিক্ষা সাধারণত লজ্জা-সংকোচের বিষয়। কারণ ভিক্ষা কথাটি কিছুটা অস্বস্তিকর। তবে ঈশ্বরের সাথে আমার সম্পর্ক ভিক্ষুকের নয়। তা হলো, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। যাজ্ঞা কিন্তু ভিক্ষুকের ভিক্ষা নয়। দেয়াটা নির্ভর করে ঈশ্বরের উপর।

প্রভুর প্রার্থনা

এই প্রার্থনার মধ্যে বাধা-ধরা কোন নিয়মের মুদ্রা নেই। তবে খ্রীষ্টযাগের মধ্যে যেহেতু এ প্রার্থনাটি রয়েছে, সেহেতু এ প্রার্থনায় প্রশংসা মুদ্রাই বেশী ব্যবহার করা ভাল। আবার প্রার্থনাটি হল প্রশংসাসূচক – প্রথম ভাগ

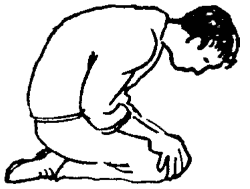

প্রশংসার আর ২য় ভাগ যাজ্ঞামূলক, তবে ভিক্ষার নয়। প্রভুর প্রার্থনায় এই চাওয়া হলো প্রশংসার জন্যই, ভিক্ষা নয়; যেমন, আমরা অন্ন যাজ্ঞা করি, এটাও প্রশংসার জন্য। কারণ আমরা সুস্থ থাকলে প্রশংসা করতে পারি। আমরা পাপী, এ কথা উচ্চারণে আমাদের নম্রতা প্রকাশ পায়। তাই পবিত্রভাবে আমরা সবকিছুই প্রভুর সেবাকাজের জন্য ব্যবহার করি। পাপে থেকে যা করা হয়, তা কোন কাজের নয়। প্রথম হলো, দৈহিক সরলতা ও পরে আধ্যাত্মিক সরলতা। তাই এই প্রার্থনায় প্রথমত প্রশংসা মুদ্রা, দ্বিতীয়ত, ভিক্ষা মুদ্রা (তবে তা ভিক্ষার জন্য নয়, যাজ্ঞার জন্য)।

৯। অভয় মুদ্রা : ভয় বিহীন অবস্থাকে বলা হয় অভয় অর্থাৎ সাহস। এ মুদ্রা আমাদের কাজে লাগে না। এ মুদ্রায় বাম হাত রক্ষা করছে আর ডান হাত ঈশ্বরীয় শক্তির বর দিচ্ছে।

১০। ভূমি স্পর্শ মুদ্রা : বুদ্ধদেব এই মুদ্রা ব্যবহার করতেন। পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসে বাম হাত গ্রহণ মুদ্রায় চিৎ করে কোলের উপর রাখতে হয়। ডান হাত ডান হাঁটুর উপর থাকবে কিন্তু আঙ্গুলগুলো মাটি স্পর্শ করবে। এই মুদ্রাটি হল, নম্রতার প্রতীক। যেমন, হে মানব তুমি ধূলিমাত্র, ধূলিতে মিশে যাবে। মাটিতে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসাও একটি নম্রতার প্রতীক। মাটির সাথে মানব জীবনের অনেক টান আছে। এ মুদ্রাটি ধ্যানের জন্য খুবই সুন্দর ... বিনয়, ক্ষমা ও পুনর্মিলন প্রার্থনায় এই মুদ্রা ব্যবহার করা যায়।

১১। মালা মুদ্রা : চিন্ময় মুদ্রা গোল হলেই তখন তাকে মালা মুদ্রা বলে।

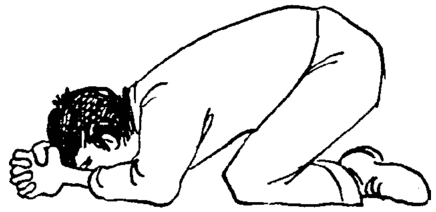

প্রণাম :

প্রণাম হলো, ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের প্রতীক। তিনভাবে সাধারণত প্রণাম করা হয়, যথা– (১) পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, (২) ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম, (৩) অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

১ – পঞ্চাঙ্গ প্রণাম : বজ্রাসনে বা হাঁটু গেড়ে বসে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করা হয়। অর্থাৎ দুই বাহু এবং কপাল যখন মাটিতে ঠেকানো হয় তখন তা হয় পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। প্রণতির প্রতীক এবং আত্মনিবেদনের প্রতীক। অঙ্গ হল– জানু, বাহু, মস্তক, চক্ষু, বক্ষ।

২ – ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম ও অষ্টাঙ্গ প্রণাম : জানু, পদ বা চরণ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য মুখ বা কথা আর বুদ্ধি তখন হয় সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন।